দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদের মেলা

এ. কে, এম, ফারুক

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের বৈশাখী মেলা প্রসংগে জনাব সজীব আহমেদ ও মোস্তফা আকবর এর লেখা পড়ে আমি আমার কিছু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি। বলা যায় এটা একটা আত্মসমালোচনা, যেহেতু আমি নিজে বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি অংশের সাথে জড়িত। বিগত বছরগুলোতে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদের কর্মকান্ড জনমনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। শুনেছি, একত্রিকরণের সব প্রচেষ্টাই নেতৃত্ববিলাসী কিছু ব্যক্তিত্বের কারণে ব্যার্থ হয়েছে। এও শুনেছি, আরও একটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি এই বিভক্তি কখনও সর্মথন করিনি, এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় জনগণ উপায়ান্তর না দেখেই আমার মত এ বিভক্তি মেনে নিয়েছে। হয়ত সবকিছুই গতানুগতিকভাবেই চলত, যদি না একই দিনে দু'টি মেলার ঘোষনায় জনগণ দ্বিধান্বিত হতেন, এবং সজীব আহমেদ ও মোস্তফা আকবার এর মত আরও দু'একজন তাঁদের মুখ খুলতেন। আমার নিজের কাছে এবং দুই (অথবা তিন?) বঙ্গবন্ধু পরিষদের কর্মকর্তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই পরিষদ কাদের জন্য? সবাই একবাক্যে বলবেন, জনগণের জন্য, কমিউনিটির জন্য। তাহলে কমিউনিটির স্বার্থে আমরা কি দু'টি ভিন্ন তারিখে মেলা করতে পারি না? আমারতো মনে হয় দেরী না করে দুই পরিষদ একসাথে বসে এর একটা উপায় বের করা উচিৎ। যদি সম্ভব হয়, তাহলে যে কোন একটি অংশ তাদের উদারতা প্রকাশ করে তারিখ পরিবর্তন করতে পারেন। তাতে জনগণের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি উন্নতই হবে। প্রবাসে অনুষ্ঠিত এইসব মেলায় সবাই দেশের মেলার আমেজে সময় কাটাতে চায়। কমিউনিটির জন্যই যদি এ মেলার আয়োজন, তাহলে অযৌক্তিক ও অন্যায় বিরোধের কারণে কেন আমরা তাঁদেরকে এই নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবো? আমরা এমনিতেই অনেক দেরী ও ভুল করে ফেলেছি। আমার আশংকা হচ্ছে, যদি আমরা কিছু না করি, তাহলে যারা মেলায় স্টল দেন কিংবা সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং সর্বোপরি জনগণ হয়ত উভয় মেলাই বয়কট করতে পারেন।